# ৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

## বাংলাদেশ বিষয়াবলি

লেকচার: ০৩

টপিক:

**মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট:** দেশ ভাগ, ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪-এর নির্বাচন, ১৯৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৫ এর পাক্-ভারত যুদ্ধ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাক্রম। ১৯৬৬-র ৬ দফা, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচন, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের গণহত্যা, স্বাধীনতার ঘোষণা (১৯৬৬-১৯৭১)-এর মার্চ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাক্রম)।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

# পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম

২৩ মার্চ, ১৯৪০ তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' পেশ করেন। ১৯৪৭ সালের ২২ মার্চ, ভারতের নতুন ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন দিল্লিতে আগমন করে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর ৩ জুন, ১৯৪৭ একটি পরিকল্পনা করেন যে, "ভারত বিভাগ ছাড়া ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিকল্প পথ নেই"। এটি ৩ জুন পরিকল্পনা বা **'মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা'** নামে খ্যাত। 'মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনায়' ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করা হয়।

অবশেষে ১৮ জুলাই, ১৯৪৭ সালে 'মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা'কে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট 'ভারত স্বাধীনতা আইন' পাস করে। 'ভারত স্বাধীনতা আইন' অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' (Two Nation Theory) এর ভিত্তিতে যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ১৯৩৩ সালে চৌধুরী রহমত আলী তার 'Now or Never' পুস্তিকায় 'পাকিস্তান' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসেবে অধিষ্ঠিত হন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌। আর স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল হলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন।

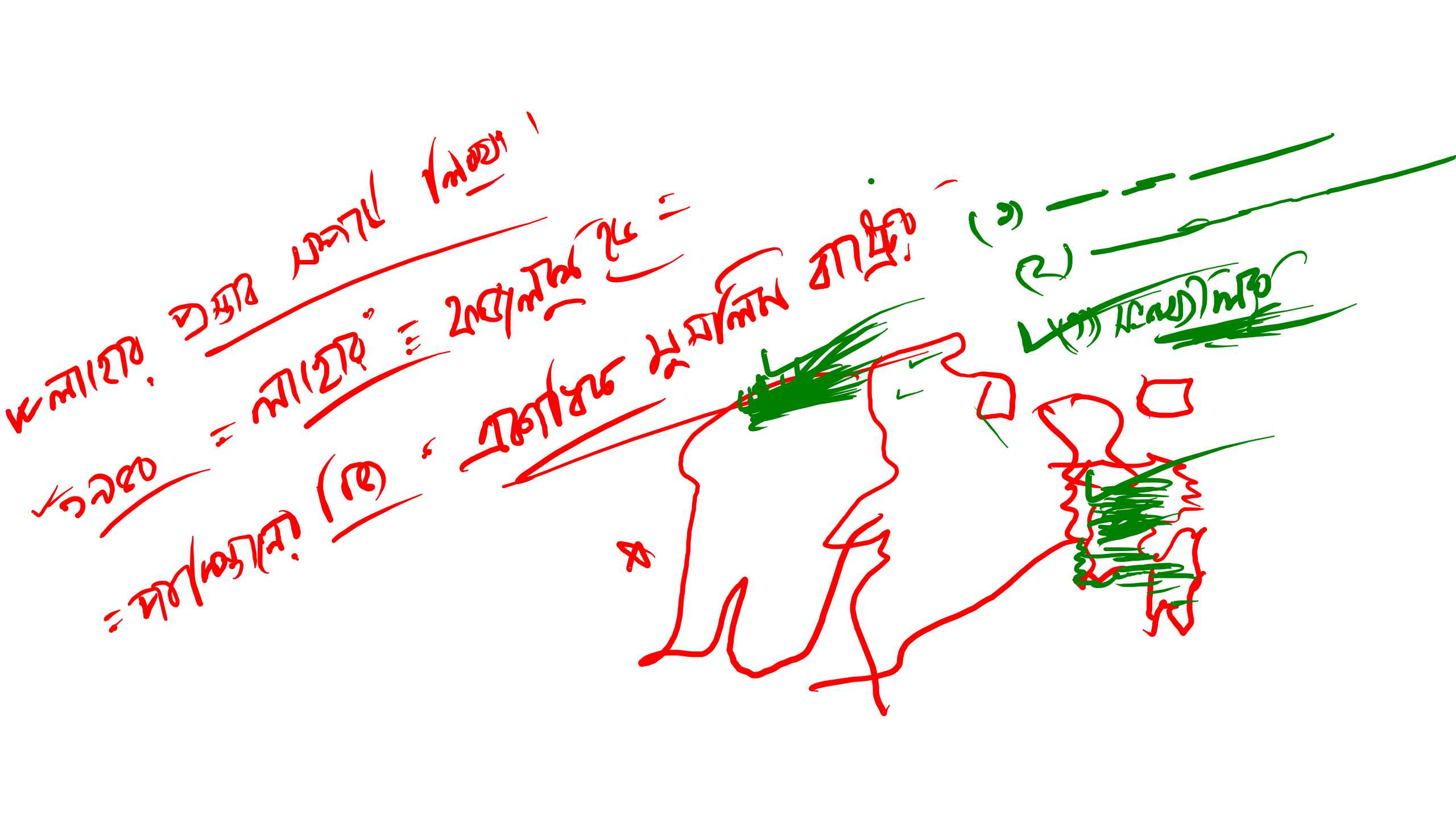

# ভাষা আন্দোলন

## ভারত স্বাধীনতা আইন

ভারত বিভাগ সংক্রান্ত ১৯৪৭ সালের লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ৩ জুন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৯৪৭ সালের ৪ জুলাই এই আইন কমন্স সভায় এবং ১৫ জুলাই লর্ডস সভায় পাস হয়। ১৮ জুলাই রাজকীয় সম্মতির মাধ্যমে ভারত স্বাধীনতা বিলটি আইনে পরিণত হয়। এর মাধ্যমে দীর্ঘ প্রায় ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ভারত শাসনব্যবস্থায় ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এই আইন ছিল সর্বশেষ পদক্ষেপ। ভারত স্বাধীনতা আইনের বাস্তবায়নে ১৪ আগস্ট পাকিস্তান ও তার পর দিন ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে ভারত এর জন্ম হয়।

## ১৯৪৭ সাল পর্যায়

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে এ নিয়ে মতবিরোধ শুরু হয় ১৯৪৭ সালের শুরু থেকেই। ১৯৪৭ সালের ১৮ মে হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে এবং ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ কর্তৃক উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করা হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই পাঞ্জাবি আমলা নিয়ন্ত্রিত মুসলিম লীগ সরকার অফিস-আদালতের পাশাপাশি খাম, পোস্টকার্ড প্রভৃতি জিনিসেও শুধুমাত্র ইংরেজি ও উর্দু ভাষা ব্যবহার শুরু করে।

১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে ৩ সদস্যবিশিষ্ট "তমদ্দুন মজলিস" ভাষা আন্দোলনের গোড়াপত্তন করে। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ ও আবুল কাশেমের তিনটি প্রবন্ধ নিয়ে "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু" শীর্ষক প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার আহ্বান জানানো হয়।

৩ লেখা কোম্পানির কেমন?

(২) লেখা কোম্পানির চিন্তা কী → [illegible]

(ক) মালিকানা | ব্যবস্থা | সুবিধা?

# ভাষা আন্দোলন

## ১৯৪৮ সাল পর্যায়

১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পরিষদের সকল কার্যবিবরণী ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলাতেও রাখার দাবি উত্থাপন করেন। পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে তৃতীয় সপ্তাহে পূর্ব বাংলা সফরে আসেন এবং উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন। এটি তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে। ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় তিনি বলেন যে, "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অপর কোনো ভাষা নয়।" ২৪ মার্চ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি আবারো জোর দিয়ে বলেন যে, "উর্দু এবং শুধু উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।"

জিন্নাহ্ সাহেবের ঐ ঘোষণার প্রতিবাদে সমাবর্তন সভায় উপস্থিত ছাত্ররা 'না, না' ধ্বনি দিয়ে ওঠেন। জিন্নাহ্ সাহেবের এ উক্তি ছাত্রসমাজ ও বুদ্ধিজীবী মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ছাত্র অসন্তোষের মুখে ছাত্র নেতাদের সাথে একটি ৮-দফা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এতে বলা হয় যে, পূর্ব বাংলায় ইংরেজির স্থলে বাংলাকে সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হবে।

# ভাষা আন্দোলন

## ১৯৫২ সাল পর্যায়

১৯৫০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান কর্তৃক গণপরিষদে পেশকৃত মূলনীতি কমিটির রিপোর্টে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উল্লেখ করায় পূর্ব বাংলার জনগণ এবং গণপরিষদের বাঙালি সদস্যগণ বিক্ষুব্ধ হন। কেননা ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের জনগণের বাংলা ভাষার শতকরা হার ছিল ৫৬.৪০% এবং উর্দু ভাষার শতকরা হার ছিল ৩.৩৭%।

১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের ঢাকা অধিবেশনে এবং পল্টন ময়দানের জনসভায় পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করেন যে, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' এ ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় ৩০ জানুয়ারি ঢাকায় প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। ৩১ জানুয়ারি 'ঢাকা বার লাইব্রেরি' হলে সর্বদলীয় কর্মীসমাবেশে সকল রাজনৈতিক দলের সদস্যদের নিয়ে একটি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কার্যকরী পরিষদ গঠিত হয়। এ সভায় স্থির হয় যে, ২১ ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে। ২১ ফেব্রুয়ারি দিবসের কর্মসূচিকে সফল করে তোলার জন্য ৪ ফেব্রুয়ারি 'হরতাল' এবং ১১ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি সাফল্যের সাথে 'পতাকা দিবস' পালিত হয়। কারাগারে আটক অবস্থায় ১৯৫২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলা ও বন্দি মুক্তির দাবিতে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদ আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু করেন।

# ভাষা আন্দোলন

নূরুল আমীনের ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি বিকেল থেকে ঢাকা শহরে এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে এবং সভা, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সংগ্রামী ছাত্রসমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সভা, শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি (৮ ফাল্গুন, ১৩৫৮) বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ছোট ছোট শোভাযাত্রাসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুরানো কলাভবন প্রাঙ্গণে মিলিত হয়। ছাত্রনেতা গাজীউল হকের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনের আমতলায় যে ঐতিহাসিক সভা শুরু হয় সেখানে ছাত্রনেতা আবদুল মতিনের প্রস্তাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে শোভাযাত্রাসহ মায়ের ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি পেশ করার জন্য প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে (বর্তমান জগন্নাথ হল) যাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় গেটের বাইরে সশস্ত্র পুলিশ প্রহরা ভেদ করে অসংখ্য দলে বিভক্ত হয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা শান্তিপূর্ণভাবে এগিয়ে চলতে থাকে। মুখে ছিল তাদের 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান।

পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে ছাত্রদের দশজনের খণ্ড মিছিল পরিষদ ভবনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। শান্তিপূর্ণ এ মিছিলটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে এলে পুলিশ ও ই. পি. আর. নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ ছাত্র মিছিলে লাঠিচার্জ, কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ এবং গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে নিহত হন এম. এ. ক্লাসের ছাত্র বরকত, তেজোদ্দীপ্ত তরুণ সালাম ও আব্দুল জব্বার এবং বাদামতলী কমার্শিয়াল প্রেসের মালিকের ছেলে রফিক। এছাড়া ১৭ জন ছাত্র-যুবক আহত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারির ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সারাদেশে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি ছাত্র, শ্রমিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক ও সাধারণ জনতা পূর্ণ হরতাল পালন করে এবং সভা-শোভাযাত্রা সহকারে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে।

৮. ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস

৪৭ :- তমদ্দুন মজলিস গঠিত

= পুস্তক প্রকাশ : পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু

= রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত → নূরুল হক ভূঁইয়া, ১ম আহ্বায়ক

৪৮ :- ২৫ ফে :- গণপরিষদে অধিবেশন

মার্চ :- ২রা = ২য় পুনর্গঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ

✓ আহ্বায়ক : শামসুল আলম

২১ মার্চ :- জিন্নাহ রেসকোর্স ময়দানে

২৪ মার্চ :- কার্জন হলে

১৯৪৭: প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ১৯৪৭

১৯৪৮: আহ্বায়ক: [illegible] [illegible] রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম = ২৮ সদস্য

পরিষদ ১৯৫২ [illegible]: ৩১ জানুয়ারি | [illegible] | [illegible]

আহ্বায়ক: [illegible] + [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] → [illegible]

২১ ফেব্রু: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] = [illegible] [illegible] [illegible]

: [illegible] + [illegible] + [illegible] [illegible]

২২: [illegible] [illegible] [illegible]

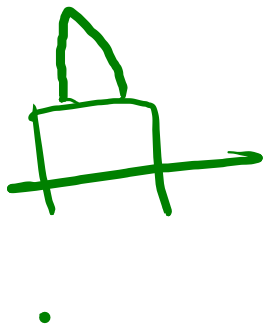

# ভাষা আন্দোলন

২২ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে শহিদ হন শফিউর রহমান (শফিক বলে পরিচিত), রিক্সাচালক আউয়াল এবং নাম না-জানা এক কিশোর। ২৩ ফেব্রুয়ারি ফুলবাড়িয়ায় ছাত্র-জনতার মিছিলেও পুলিশ অত্যাচার-নিপীড়ন চালায়। ভাষা আন্দোলনের শহিদ স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে রাতারাতি ছাত্রদের দ্বারা গড়ে ওঠে শহিদ মিনার–যা ২৪ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন করেন শহিদ শফিউর রহমানের পিতা। ২৬ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে শহিদ মিনারের উদ্বোধন করেন জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন। শহিদ মিনার হয়ে ওঠে বাঙালির তীর্থকেন্দ্র। প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ সরকার ঐ দিনই অপরাহ্নে শহিদ মিনারটি ভেঙে ফেলে। কিন্তু বাঙালির হৃদয়ে যে স্মৃতির মিনার গাঁথা হয়েছিল তা মুছে যায়নি, রাঙা হৃদয়ের বর্ণমালায় তা আজও সমুজ্জ্বল রয়েছে।

## ১৯৫২ সাল পরবর্তী পর্যায়

১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে শহিদ দিবস পালন করা হয়। ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুরের আলাউদ্দিন আহমেদের দেওয়া সংশোধনী প্রস্তাব অনুযায়ী সাংবিধানিকভাবে (সংবিধানের ২১৪ অনুচ্ছেদ) বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে অনুমোদনের মাধ্যমে অব্যাহত ভাষা আন্দোলন তার লক্ষ্য অর্জন করে। ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে বাংলা ভাষাকে সর্বস্তরে ব্যবহারের জন্য আইন পাশ হয়।

# রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রধান কারণ

## ১. অবাঙালি নেতাদের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীয়করণ

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হলে এর পরিচালনার ক্ষমতা চলে যায় অবাঙালিদের হাতে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান তথা গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্, প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ছিলেন অবাঙালি। প্রধান প্রধান মন্ত্রণালয়গুলোর দায়িত্ব প্রদান করা হয় অবাঙালি মন্ত্রীদের। কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে (আই.সি.এস; আই.পি.এস প্রভৃতি) ছিলেন অবাঙালি। ব্যবসা-বাণিজ্য চলে যায় সম্পূর্ণরূপে অবাঙালি ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের হাতে। এমনকি পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকায় জন্মগ্রহণ করলেও তিনি ছিলেন অবাঙালি। যে দু'চারজন বাঙালি নেতা ক্ষমতার কিছুটা স্বাদ নিতে পেরেছিলেন তারাও ছিলেন অবাঙালি নেতাদের তোষামোদকারী ও চাটুকার। ফলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে অবাঙালি নেতাদের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় বাঙালি জনগণ ধীরে ধীরে সন্দিগ্ধ ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে থাকে।

## ২. বাংলা ভাষার প্রতি অবহেলা

১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসেই বাঙালি জনগণ লক্ষ করে যে, অফিস আদালতের পাশাপাশি ডাকটিকেট, পোস্টকার্ড, খাম, রেলের টিকেট প্রভৃতিতে ইংরেজির পাশাপাশি উর্দু ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে। ১৯৪৭ সালের ১৫ নভেম্বর সিভিল সার্ভিসের একটি পরীক্ষার জন্য উর্দু, হিন্দি, ইংরেজি, জার্মান, ফ্রেঞ্চসহ নয়টি ভাষা ব্যবহারের অনুমতি দিলেও বাংলাকে বাদ দেয়া হয়। অথচ ইংরেজি ও উর্দু দুটি ভাষা পাকিস্তানের কোনো প্রদেশের ভাষা ছিল না। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬.৪০ ভাগ মানুষ বাংলায় যখন কথা বলতো তখন মাত্র ৩.৩৭ ভাগ মানুষ উর্দুতে কথা বলতো। আর ইংরেজি ছিল এক সময়ের ব্রিটিশ শাসকদের ভাষা এবং মাত্র ০.০২ ভাগ মানুষ ইংরেজিতে কথা বলতো। শুরুতেই ভাষার প্রশ্নে এ অবহেলা ও উপেক্ষা সচেতন বাঙালিদের মনে আঘাত দেয়।

কোষ প্রাচীরঃ

কাজ ?

# রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রধান কারণ

### ৩. ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেস দলীয় গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও গণপরিষদের সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ২৫ তারিখ এ প্রস্তাবের ওপর আলোচনা শুরু হলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান, পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন এবং গণপরিষদের সহ-সভাপতি মৌলভী তমিজউদ্দীন খান (ফরিদপুর) ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের আনীত প্রস্তাবের কড়া সমালোচনা করেন।

### ৪. লেখক-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের লেখনী

লেখক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে আসছিলেন ব্রিটিশ শাসনামল থেকেই। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯১৮ সালেই বাংলাকে তৎকালীন ভারতের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের দাবি উত্থাপন করেছিলেন। ১৯২১ সালে নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী বাংলা ভাষাকে অবিভক্ত বাংলার রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকারের কাছে। ১৯৩৭ সালে 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকা 'ভারতের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করে। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়া উদ্দিন ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করলে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ 'দৈনিক আজাদে' একটি প্রবন্ধে এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর 'তমদ্দুন মজলিস' প্রকাশিত 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' শীর্ষক পুস্তিকায় ড. কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ ও অধ্যাপক আবুল কাশেম বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের জোরালো যুক্তি পেশ করেন।

# রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রধান কারণ

### ৫. আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অবাঙালি পাকিস্তানি শাসকদের ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। বাঙালি শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানও ক্ষমতার লোভে এ ঘৃণ্য চক্রান্তের শরিক হন। এ সময় বাংলা ভাষাকে 'পাকিস্তানিকরণ' ও 'ইসলামিকরণের' নামে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। এর পাশাপাশি আরবি হরফে বাংলা লেখারও প্রচেষ্টা শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান করাচিতে অনুষ্ঠিত 'নিখিল পাকিস্তান শিক্ষক সম্মেলন' এ এবং ১৯৪৯ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সভায় আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব পেশ করেন। বাঙালি জনগণ বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে এরূপ ষড়যন্ত্রে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

### ৬. জিন্নাহ্‌র দম্ভোক্তি

গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় এবং ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে কনভোকেশনে ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেন যে,

"উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা (Urdu and only Urdu shall be the state language of Pakistan)" জিন্নাহ্ এ বক্তব্য পেশের সময় উপস্থিত ছাত্ররা না' 'না' ধ্বনি দিয়ে এর প্রতিবাদ জানান। জিন্নাহর এ দম্ভোক্তি ছিল অগণতান্ত্রিক। কেননা তিনি ইচ্ছে করেই পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের মুখের ভাষার পরিবর্তে এমন একটি ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন যা ছিল সে সময়ে পাকিস্তানের মাত্র ৩.৩৭% ভাগ মানুষের মুখের ভাষা। জিন্নাহ্‌র এ ঘোষণায় বাঙালি জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে।

# ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব

## ১. বাঙালি জাতীয়তাবোধের বিকাশ

ভাষা আন্দোলন বাঙালি জনগণের মধ্যে ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটায়। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালিরা সর্বপ্রথম নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা, স্বতন্ত্র অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের সাথে শুধু ধর্মের বন্ধন ছাড়া বাঙালিদের যে আর কোনো বন্ধন বা সম্পর্ক নেই। সে সম্পর্কে তারা প্রথমবারের মতো উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। ১৯৫২ সালের মহান একুশের রক্তদানের ফলে যে জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকশিত হয়, সেই চেতনার ফসলই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

## ২. স্বাধিকার চেতনা

ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জনগণ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। বাঙালি জনগণ তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবিসমূহ উত্থাপন করে তা আদায় করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়।

## ৩. দাবি আদায়ে সংগ্রাম

ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জনগণ উপলব্ধি করে যে, সংগ্রামের মাধ্যমেই তাদেরকে দাবি-দাওয়া আদায় করতে হবে এবং ভালোভাবে বেঁচে থাকার পথ খুঁজতে হবে। ভাষা আন্দোলন সৃষ্ট জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা বাঙালি জনগণকে এ ধারণা প্রদান করে যে, পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রে বসবাস করলেও তাদের রয়েছে স্বতন্ত্র স্বার্থ, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

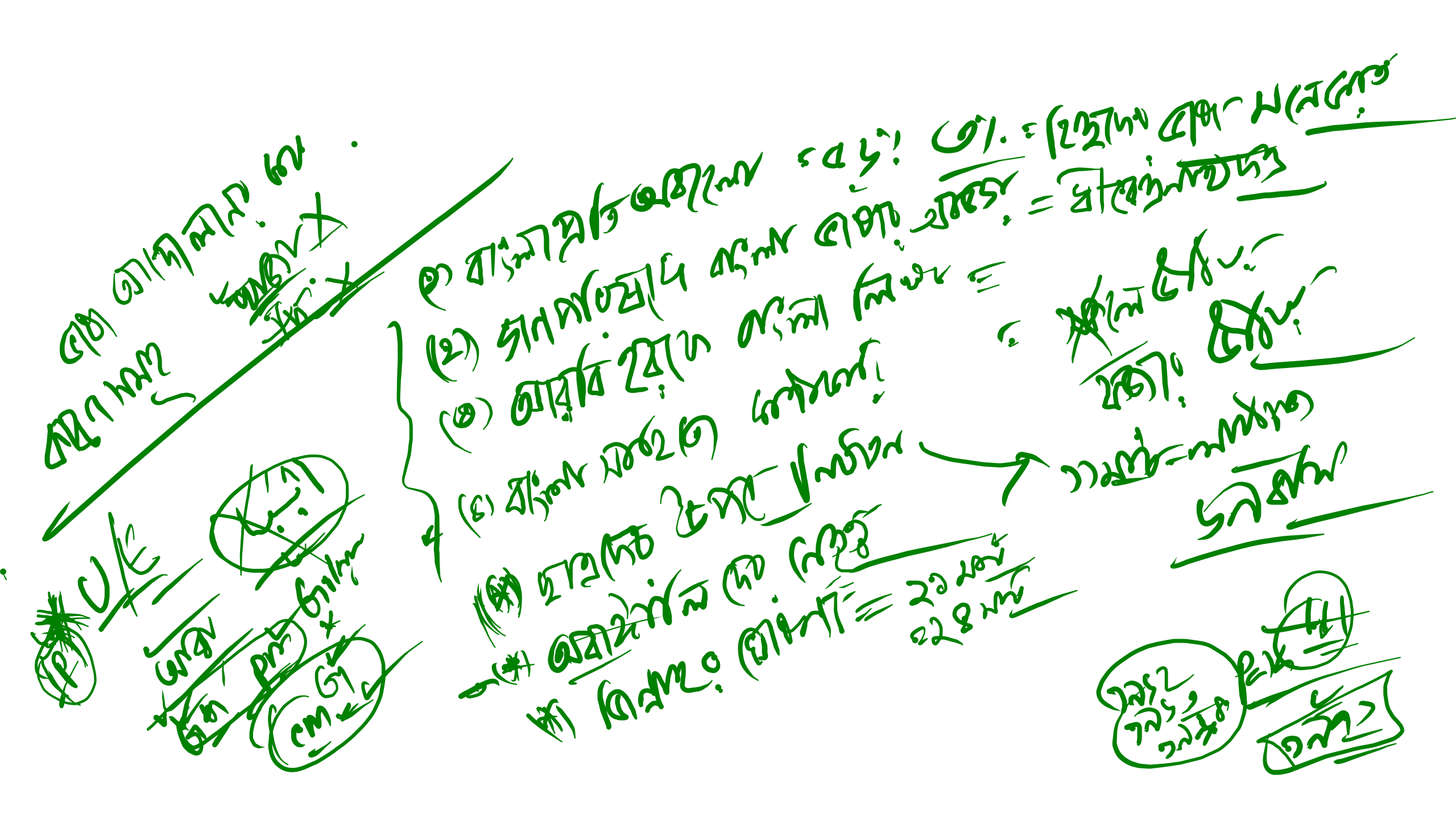

# ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব

## ৪. রাজনীতিতে ছাত্রসমাজের অংশগ্রহণ

ভাষা আন্দোলনের পর থেকে ছাত্রসমাজের গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। ভাষা আন্দোলনে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল। এরপর স্বভাবতই বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি রাজনীতির কেন্দ্রীয় শক্তিতে পরিণত হয়।

## ৫. বাঙালির ঐক্য

ভাষা আন্দোলন বাঙালি জনগণের মধ্যে জাতীয় সংহতি ও একাত্মতাবোধের উন্মেষ ঘটায়। পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্দোলনের সময় তাদের এ জাতীয় সংহতি ও একাত্মতাবোধ আরও সুদৃঢ় হয়। এর ফলে বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। এ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বাঙালি জনগণকে ভবিষ্যতে ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র গঠনে উদ্বুদ্ধ করে।

## ৬. স্মৃতির মিনার

ভাষা আন্দোলনের বীর শহিদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য গড়ে ওঠে শহিদ মিনার। যার অস্তিত্ব পরবর্তী সকল সংগ্রামে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে বিরাজ করে।

[illegible]

পাকিস্তানি | যুদ্ধ | [illegible]

= [illegible]

(১) [illegible]

(২) [illegible]

[illegible] সাহিত্য

[illegible]

= ২০০৬

শহীদ মিনার

[illegible]

# ভাষা আন্দোলনে শহিদদের পরিচয় ও অবদান

| নাম | পরিচয় | জন্মস্থান | বিশেষত্ব |
|---|---|---|---|
| রফিকউদ্দিন আহমেদ | তৎকালীন জগন্নাথ কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র | পারিল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ | ▪ ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহিদ (২১ ফেব্রুয়ারি)<br>▪ আজিমপুর কবরস্থানে তাঁকে কবর দেওয়া হয়। |
| আবুল বরকত (ডাক নাম আবাই) | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এমএ ছাত্র | বাবলা ভরতপুর, মুর্শিদাবাদ, ভারত | ▪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আবুল বরকত স্মৃতি জাদুঘর নামে একটি জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। |
| আবদুল জব্বার | নিজ গ্রামে আনসার কমান্ডার ছিলেন | গফরগাঁও, ময়মনসিংহ | ▪ ঢাকা মেডিকেলের মিছিলে যোগ দেন। |
| আব্দুস সালাম | ডিরেক্টরেট অব ইন্ডাস্ট্রিজ বিভাগে পিয়ন হিসেবে কাজ করতেন। | লক্ষণপুর, দাগনভূঞা, ফেনী | ▪ ২১ ফেব্রুয়ারি আহত হলেও মারা যান ৭ এপ্রিল।<br>▪ গ্রামের নাম পরিবর্তন করে সালাম নগর রাখা হয়। |

# ভাষা আন্দোলনে শহিদদের পরিচয় ও অবদান

| নাম | পরিচয় | জন্মস্থান | বিশেষত্ব |
|---|---|---|---|
| শফিউর রহমান | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র ও ঢাকা হাইকোর্টের হিসাবরক্ষণ শাখার কেরানি ছিলেন। | কোন্নগর গ্রাম, হুগলি, ভারত | ▪ তাঁর পিতা মরহুম মাহবুবুর রহমান জাতীয় শহিদ মিনার উদ্বোধন করেন।<br>▪ শফিউর রহমানের মৃত্যু: ২২ ফেব্রুয়ারি। |
| আব্দুল আউয়াল | রিকশাচালক | গেন্ডারিয়া, ঢাকা | ▪ ২৬ বছর বয়সে ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ শহিদ হন।<br>▪ মোটরগাড়ির চাপায় পড়ে মৃত্যুবরণ করেন। |
| ওয়াহিদুল্লাহ | – | লুৎফর রহমান লেন, ঢাকা | ▪ তিনি ২২ ফেব্রুয়ারি ছাত্র জনতার মিছিলে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান। |
| মো. অহিউল্লাহ | শিশু শ্রমিক | অজ্ঞাত | ▪ সবচেয়ে কম বয়সী ভাষা শহিদ (৯ বছর) ।<br>▪ নবাবপুরে বংশাল রোডের মাথায় পুলিশের গুলিতে নিহত হন। |

[illegible]

২২ (২য়) [illegible]

JnU : [illegible] : [illegible]

ড. [illegible] (৪র্থ)

DU : ড. [illegible] (৪র্থ)

[illegible] : DU

[illegible] : DU

[illegible] : DU

# ভাষা আন্দোলনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

কানাডা প্রবাসী বাঙালি রফিকুল ইসলাম ১৯৯৮ সালের ৯ জানুয়ারি জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানকে ১৯৫২ সালের ভাষা শহিদদের অবদানের কথা উল্লেখ করে একটি চিঠি লিখেন। এ চিঠিতে তিনি একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদানের জন্য কফি আনানের কাছে প্রস্তাব করেন। জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রধান তথ্য কর্মচারী হাসান ফেরদৌসের নজরে এ চিঠি পড়লে তিনি ২০ জানুয়ারি রফিকুল ইসলামকে অনুরোধ করেন তিনি যেন জাতিসংঘের অন্য কোনো সদস্য রাষ্ট্রের কারো কাছ থেকে একই ধরনের প্রস্তাব আনার ব্যবস্থা করেন।

উপদেশ মোতাবেক রফিকুল ইসলাম এবং আবদুস সালাম ভিন্ন ভাষার মোট ১০ জন মিলে "The Mother Language Lover of the World" নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এ সংগঠনের পক্ষ থেকে তিনি আবারও মহাসচিব কফি আনানকে একটি চিঠি লিখেন এবং চিঠির একটি কপি জাতিসংঘের কানাডিয়ান অ্যাম্বাসেডর ডেভিড ফাওলারের কাছেও প্রেরণ করেন। ১৯৯৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে মহাসচিবের প্রধান তথ্য কর্মচারী হাসান ফেরদৌস রফিকুল ইসলাম ও আব্দুস সালামকে ইউনেস্কোর ভাষা বিভাগের জোশেফ পডের সাথে দেখা করার পরামর্শ দেন। জোশেফ পরে তাদেরকে ইউনেস্কোর আনা মারিয়ার কাছে পাঠান। আনা মারিয়া তাদের কথা মন দিয়ে শোনেন এবং তাদের প্রস্তাব ৫টি সদস্যদেশ কানাডা, ভারত, হাঙ্গেরি, ফিনল্যান্ড ও বাংলাদেশ দ্বারা উত্থাপনের পরামর্শ প্রদান করেন।

MLLW

MLLW

UW.

Govt

UNESCO

Worldwide

2004

2000

# ভাষা আন্দোলনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

সে সময় বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী এ.এস.এইচ.কে. সাদেক এবং শিক্ষা সচিব কাজী রকিবুদ্দিন আহমদ (সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার), সচিব কফিল উদ্দিন আহমেদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তৎকালীন পরিচালক মশিউর রহমান, ফ্রান্সে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সৈয়দ মোজাম্মেল আলি, ইখতিয়ার চৌধুরী, ইউনেস্কোর সেক্রেটারি জেনারেলের শীর্ষ উপদেষ্টা তোজাম্মেল হকসহ অনেকেই দিনরাত পরিশ্রম করে প্রস্তাবের সপক্ষে আরও ২টি দেশের সমর্থন আদায় করেন।

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুমোদন পাওয়ার পর ৯ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে পাঠানো হয়। ২৮ অক্টোবর শিক্ষামন্ত্রী এ.এস.এইচ.কে সাদেক প্যারিসে ইউনেস্কোর সাধারণ অধিবেশনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণার প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন।

১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর এক ঐতিহাসিক দিন। ১৮৮টি দেশ বাংলাদেশের প্রস্তাবকে সমর্থন প্রদান করে। কোনো দেশই এর বিরোধিতা করেনি। সর্বসম্মতিক্রমে একুশে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ইউনেস্কোর ৩০তম সম্মেলনে গৃহীত হয়। ২০১০ সালের ২১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশনে "এখন থেকে প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করবে জাতিসংঘ" এ-সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে পাস হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের প্রস্তাবটি সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশনে উত্থাপন করে বাংলাদেশ। এর আগে মে মাসে ১১৩ সদস্যবিশিষ্ট জাতিসংঘের তথ্যবিষয়ক কমিটিতে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে পাস হয়। এভাবেই একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে পরিণত হয়।

# শহিদ মিনার

- **২১ এর প্রথম শহিদ মিনার:** ২১ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে **রাজশাহী কলেজে** ২১ এর প্রথম শহিদ মিনার তৈরি করা হয়।
- **ঢাকায় প্রথম শহিদ মিনার:** **ডা. বদরুল আলম** এবং **ডা. সাঈদ হায়দার** মিলে ঢাকার প্রথম শহিদ মিনারের **নকশা অংকন** করেন। তদারকিতে ছিলেন জিএস শরফুদ্দিন। ভাষা আন্দোলনের **প্রথম শহিদ রফিক উদ্দিনের লাশ** যেখানে পাওয়া যায় সেখানেই শহিদ মিনার নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি **ঢাকা মেডিকেল কলেজের হোস্টেলের** সামনে শহিদ মিনার নির্মিত হয়।
- ২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ ভাষা **শহিদ শফিউর রহমানের পিতা** মৌলবী মাহবুবুর রহমান ১০'×২৬' মাপের শহিদ মিনার উদ্বোধন করেন।
- ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে সাহিত্যিক আবুল কালাম সামসুদ্দিন ২য় বার উদ্বোধন করেন। পুলিশ শহিদ মিনার ভেঙ্গে ফেলার পর দ্বিতীয়বার এটি উদ্বোধন করেন আজাদ পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন।
- বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেয়ার পর **১৯৫৭** সালে সরকারিভাবে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের কাজ শুরু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির তত্ত্বাবধানে ১৯৬৩ সালে শহিদ মিনারের নির্মাণ কাজ শেষ হয় এবং ১৯৬৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি **শহিদ বরকতের মা হাসিনা বিবি** উক্ত মিনারটি উদ্বোধন করেন।
- বর্তমান শহিদ মিনারের ডিজাইনার হামিদুর রহমান।
- **দেশের বাইরে শহিদ মিনার:** ১৯৯৭ সালে **বৃটেনের অল্ডহ্যাম** শহরে বিদেশে **প্রথম** শহিদ মিনার গড়ে তোলা হয়।

# ভাষা আন্দোলনে নারী

- ভাষা আন্দোলনে **পোস্টার লেখার দায়িত্ব** পালন করেন- **নূরুন্নাহার কবির, শরিফা খাতুন ও ভাষাকন্যা নাদেরা বেগম**।
- ভাষা আন্দোলনে **ছাত্রীদের নেতৃত্বে** ছিলেন- **ড. শাফিয়া খাতুন,** ড. সুফিয়া আহমেদ, **অধ্যাপক শামসুন নাহার, রওশন আরা বাচ্চু,** ড. হালিমা প্রমুখ ছাত্রী নেতারা।

**রওশন আরা বাচ্চু**

**মমতাজ বেগম**

- একমাত্র নারী ভাষা সৈনিক যার **ভাষা সংগ্রামের জন্য বিবাহ বিচ্ছেদ** ঘটে- **মমতাজ বেগম**।
- ভাষা আন্দোলনের **প্রথম নারী কারাবন্দী** ছিলেন- নারায়ণগঞ্জ মর্গান হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী **সালেহা বেগম**।
- ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে **সংসদ থেকে ওয়াক আউটকারী একমাত্র নারী সংসদ** সদস্য ছিলেন- **আনোয়ারা বেগম**।

প্রশ্ন

লেখা তোমাদের গ্রাম। ওদের

মমতাজ বেগম : নাজমুল হুদা প্রেসিডেন্ট

হালিমা বেগম : [illegible] বেগম

আনোয়ারা বেগম : [illegible] শাকুর

রতন দেওয়ান আক্তার

# যুক্তফ্রন্ট গঠন

| দলের সংখ্যা | যুক্তফ্রন্টে রাজনৈতিক দল | নেতৃত্ব |
|---|---|---|
| ১ | আওয়ামী মুসলিম লীগ | হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানী |
| ২ | কৃষক শ্রমিক পার্টি | এ.কে. ফজলুল হক |
| ৩ | নেজাম-ই-ইসলামী | মওলানা আতাহার আলী |
| ৪ | বামপন্থী গণতন্ত্রী দল | হাজী দানেশ |

## ২১ দফা কর্মসূচি

| |
|---|
| ০১। বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। |
| ০২। ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টনের ব্যবস্থা করা। |
| ০৩। পাট ব্যবসাকে জাতীয়করণ করে পাটের ন্যায্যমূল্য প্রদান করা। |
| ০৪। সমবায় পদ্ধতি প্রবর্তন করে কৃষি ও কুটির শিল্পের উন্নতি বিধান করা। |
| ০৫। দেশকে লবণে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা । |
| ০৬। শ্রমিক ও কারিগর শ্রেণির পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। |
| ০৭। খাল খনন, সেচব্যবস্থার উন্নয়ন, দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবল হতে রক্ষা করা। |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] JF [illegible]

[illegible] JF [illegible]

ปร ๑: บทที่ ๑ : ตัวใ

สอง

ล่ำ

สอง

Nr: 223

ME: Aim

72

องศาไหม

237

สามไหม

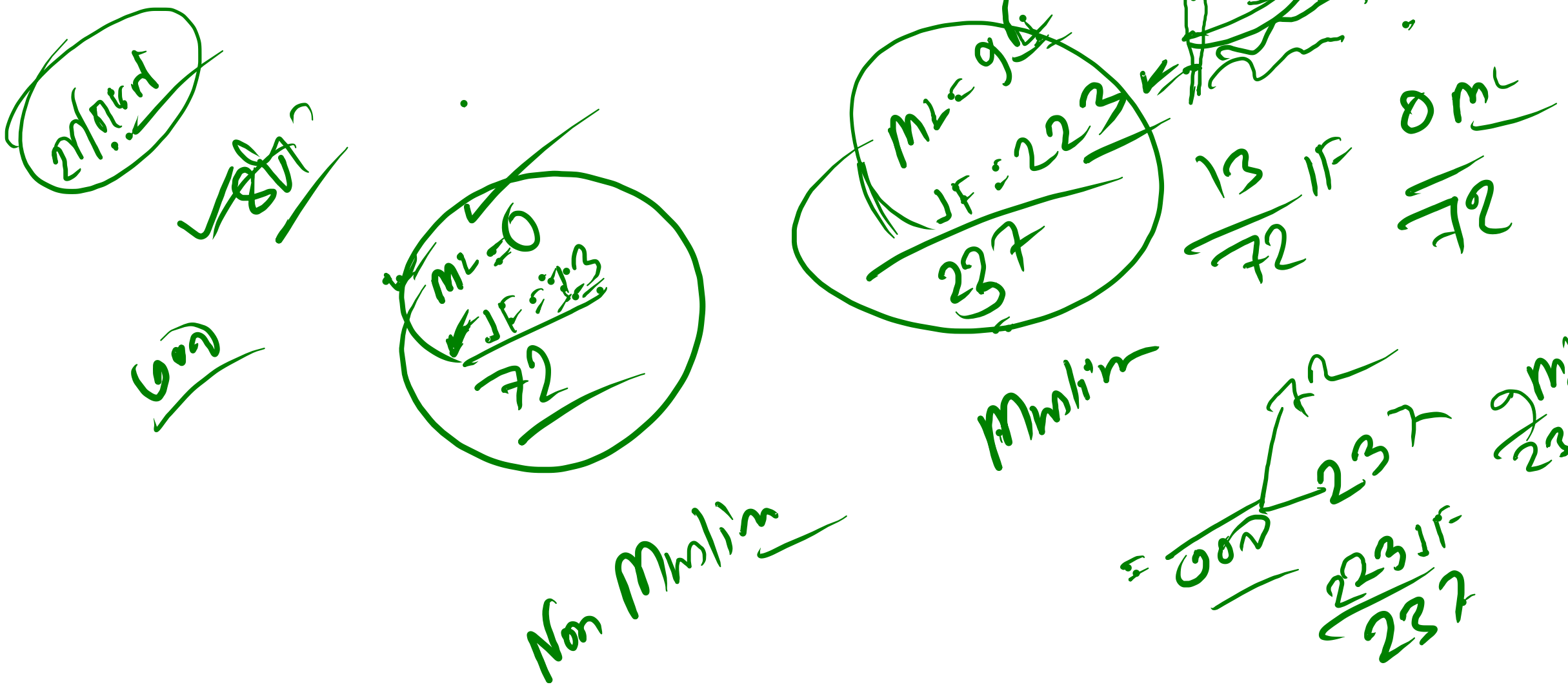

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ML : 0
JF : 73
72

Non Muslim

ML : 9
JF : 223
237

Muslim

$\frac{13}{72}$ JF

$\frac{0}{72}$ ML

= [illegible] 72 / 237

$\frac{9 \text{ ML}}{237}$

$\frac{223 \text{ JF}}{237}$

১৮ নং

প্রশ্ন.

(ক) লেখক হুত [illegible] অবিশ্বাস সময় অসাম্প্রদায়িক মনোভাব

(খ) মুসলিম। মহানুভব সমাজ

(গ) পাখ [illegible] বিদ্রোহ

(ঘ) অসাম্প্রদায়িক কাজ।

(ঙ) [illegible] ।

# যুক্তফ্রন্ট গঠন

| |
|---|
| ০৮। পূর্ব বাংলার কৃষিব্যবস্থাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করা, শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করা। |
| ০৯। অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন ও শিক্ষকদের ন্যায্য বেতনভাতা বৃদ্ধি করা। |
| ১০। শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধন, বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালু করা। |
| ১১। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা, ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করা। |
| ১২। প্রশাসনিক ব্যয়সংকোচন করে সরকারি কর্মচারীদের বেতনের সামঞ্জস্য বিধান করা। |
| ১৩। ঘুষ, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি বন্ধ করা। |
| ১৪। সকল রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তিদান, জনগণের বাক স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। |
| ১৫। শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণ। |
| ১৬। বর্ধমান হাউসকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণাগার করা। |
| ১৭। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবি নিয়ে যারা শহিদ হয়েছেন তাদের স্মৃতির স্মরণে শহিদ মিনার নির্মাণ করা। |
| ১৮। ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস ঘোষণা করে সরকারি ছুটি পালন করা। |
| ১৯। লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ব বাংলাকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান, নৌবাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপন, আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠা। |
| ২০। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কর্তৃক আইনসভার সময় বৃদ্ধি করা হবে না। |
| ২১। আইনসভার কোনো আসন শূন্য হলে তিন মাসের মধ্যে উপনির্বাচনের মাধ্যমে তা পূরণ করা। |

# যুক্তফ্রন্ট গঠন

## নির্বাচনের ফলাফল

১৯৫৪ সালের ১০ মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য সংখ্যা ছিল ৩০৯টি। তার মধ্যে মুসলিম আসন ছিল ২৩৭টি এবং অমুসলিম সম্প্রদায়ের আসন সংখ্যা ছিল ৭২টি। নির্বাচনে ২৩৭টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসন লাভ করে সর্বাপেক্ষা বড় দলে পরিণত হয়। অমুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত ৭২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২৪টি, তফসিলি ফেডারেশন ২৭টি, যুক্তফ্রন্ট ১৩টি, খ্রিষ্টান সম্প্রদায় ১টি, বৌদ্ধ সম্প্রদায় ২টি, কম্যুনিস্ট পার্টি ৪টি, নির্দলীয় সদস্যগণ ১টি আসন লাভ করে। নির্বাচনে শতকরা ৩৭.১৯ ভাগ ভোটার ভোট প্রদান করে।

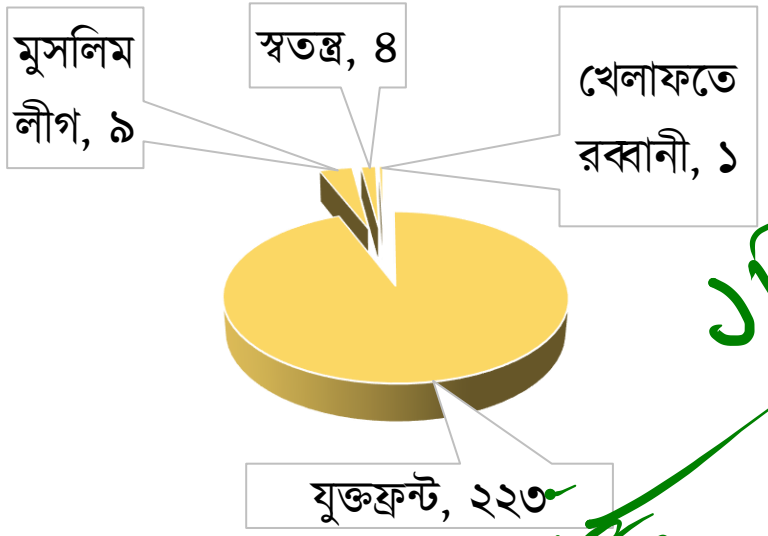


মুসলিম আসন

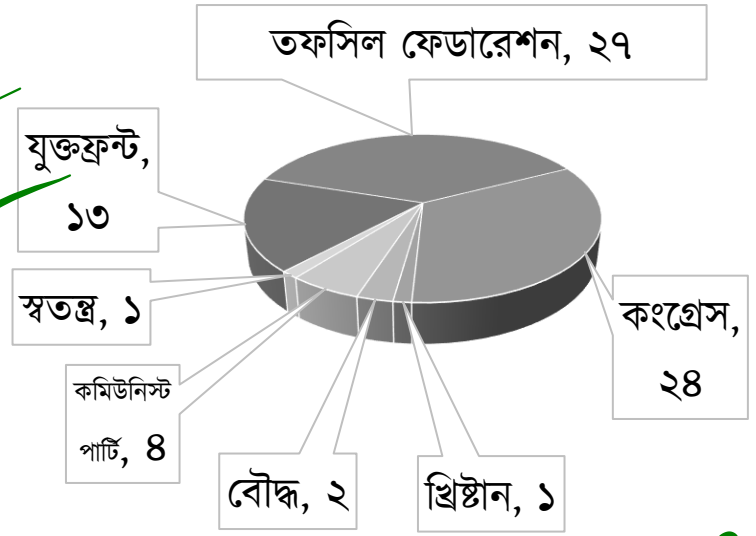


অমুসলিম আসন

# যুক্তফ্রন্ট গঠন

যুক্তফ্রন্টের প্রাপ্ত ২২৩টি আসনের মধ্যে দলওয়ারী প্রাপ্ত আসন ছিল নিম্নরূপ-

| দলের নাম | আসন সংখ্যা | দলের নাম | আসন সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| আওয়ামী মুসলিম লীগ | ১৪৩ | নেজামে ইসলাম | ১৯ |
| কৃষক শ্রমিক পার্টি | ৪৮ | গণতন্ত্রী পার্টি | ১৩ |

# যুক্তফ্রন্টের বিজয় ও মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ

## ➢ মুসলিম লীগের অভ্যন্তরে আদর্শগত কোন্দল ও অন্তর্দ্বন্দ্ব

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর বিভিন্ন প্রদেশে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল দেখা দেয়। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রখ্যাত মুসলিম লীগ নেতা পীর মানকি শরীফ সর্বপ্রথম মুসলিম লীগের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, শামসুল হক প্রমুখের নেতৃত্বে মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশ ১৯৪৯ সালে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি স্বতন্ত্র সংগঠন সৃষ্টি করেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী 'নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ'-এর নেতৃত্ব গ্রহণ করলে সংগঠনটি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। সমগ্র পাকিস্তানে প্রগতিশীল নেতাকর্মীগণ মুসলিম লীগের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন এবং নতুন বিরোধী দল গঠন করায় মুসলিম লীগ দুর্বল হয়ে পড়ে।

## ➢ একুশে ফেব্রুয়ারির বিয়োগান্তক ঘটনা

১৯৪৭ সালের পর শুরু হয় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার চক্রান্ত শুরু করেন। এ চক্রান্তের বিরুদ্ধে "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" শ্লোগানে মুখরিত ছাত্র-ছাত্রীদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে মুসলিম লীগ দলীয় মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনের নির্দেশে পুলিশ গুলি চালালে বরকত, সালাম, জব্বার, রফিক প্রমুখ অনেক সম্ভাবনাময় তরুণ শহীদ হন। এ নৃশংস ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে দেশের আপামর জনসাধারণ মুসলিম লীগের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এর ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উল্লেখ ঘটে। ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ পরাজিত হয়।

# যুক্তফ্রন্টের বিজয় ও মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ

## মুসলিম লীগের অগণতান্ত্রিক মনোভাব

১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইলে অনুষ্ঠিত একটি উপনির্বাচনে পরাজয়ের ফলে মুসলিম লীগের নেতাদের মধ্যে নির্বাচন ভীতির সৃষ্টি হয়। এ নির্বাচন ভীতির ফলে ১৯৫১ সালে অনুষ্ঠেয় পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন মুসলিম লীগ স্থগিত রাখে এবং প্রাদেশিক আইনসভার মেয়াদ আরও তিন বছর বাড়িয়ে দেয়। মুসলিম লীগের এ অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের ফলে পূর্ব বাংলার মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

## স্বায়ত্তশাসনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন

পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে। লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্যই ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। কিন্তু ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ স্বায়ত্তশাসন প্রদানের পরিবর্তে পূর্ববাংলার জনগণের উপর শোষণ ও জাতিগত নিপীড়ন শুরু করে। যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্জনের এ আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করে জনগণের মনে আবেদন সৃষ্টি করেন।

# যুক্তফ্রন্টের বিজয় ও মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ

## মুসলিম লীগ সরকারের পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন

পাকিস্তান সৃষ্টির পর মুসলিম লীগের তথা রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালনা ক্ষমতা ভারত থেকে আগত উর্দুভাষী নেতৃবৃন্দ ও পাঞ্জাবি আমলা-সেনাবাহিনীর হাতে চলে যায়। এ কায়েমী স্বার্থবাদী মহল শুরু থেকেই বাঙালিদের স্বার্থের বিরুদ্ধে সুকৌশলে ষড়যন্ত্র শুরু করে। তাদের ইচ্ছা ছিল পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত করা। মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের এ ষড়যন্ত্রের ফলে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরাট অর্থনৈতিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। মুসলিম লীগ সরকারের শাসনামলে সৃষ্ট এ অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বিমাতাসুলভ আচরণের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ আন্দোলন পরিচালনা করে আসছিলেন। এর ফলে জনগণ এ নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিপক্ষে ও যুক্তফ্রন্টের পক্ষে রায় প্রদান করে।

## মুসলিম লীগের প্রশাসনিক ব্যর্থতা

মুসলিম লীগ শাসনামলে খাদ্য সংকট, লবণ সংকট ও বন্যা সমস্যা দেখা দেয়। মুসলিম লীগ সরকার এসব সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়। এমনকি মুসলিম লীগ সরকারের পাট কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়ে যায়। ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ মুসলিম লীগ সরকারের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। অপরদিকে যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ তাদের ২১ দফা কর্মসূচিতে লবণ সংকট, খাদ্য সংকট ও বন্যা সমস্যার সমাধানের নিশ্চয়তা প্রদান ও মুসলিম লীগ শাসনামলের দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে অনুসন্ধান পরিচালনার ঘোষণা প্রদান করে। এ ঘোষণা পূর্ব বাংলার জনগণকে উদ্দীপ্ত করে তোলে।

# যুক্তফ্রন্টের বিজয় ও মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ

## ➢ মুসলিম লীগ কর্তৃক নির্যাতনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ

ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনকামী ছাত্র-যুব-রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে 'দেশদ্রোহী', 'ভারতের অনুচর', 'কম্যুনিস্ট' আখ্যায় আখ্যায়িত করে তাদের উপর নির্যাতন চালায়। এ নির্যাতিত নেতারাই 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন করেন। এর ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিপক্ষে ও যুক্তফ্রন্টের পক্ষে রায় প্রদান করেন।

## ➢ মধ্যবিত্ত বাঙালি শ্রেণির বিকাশ

পাকিস্তান সৃষ্টির পর হিন্দু জমিদার, ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মচারী ও বুদ্ধিজীবীগণ ব্যাপক হারে ভারতে চলে যাওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যে সেই শূন্যস্থান পূরণের জন্য উঠতি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির সৃষ্টি হয়। এ বিকাশমান বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি মুসলিম লীগের পরিবর্তে যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের পথ বেছে নেয়।

## ➢ সংবিধান প্রণয়নে ব্যর্থতা

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই মুসলিম লীগ সরকার ক্ষমতার রাজনীতির (Power Politics) প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ক্ষমতার রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ায় মুসলিম লীগের নেতৃত্বাধীন গণপরিষদ সংবিধান প্রণয়নে ব্যর্থ হয়। এর ফলে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস পায়। অপরদিকে যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ অতি দ্রুত সংবিধান প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান করলে পূর্ব বাংলার জনগণ যুক্তফ্রন্টের প্রতি তাঁদের সমর্থন জানায়।

# কাগমারী সম্মেলন

- **৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭,** টাঙ্গাইলের কাগমারীতে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাকে **কাগমারি সম্মেলন** বলে।
- আওয়ামী লীগ সভাপতি মাওলানা ভাসানী এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন।
- ভাসানী এখানে বলেন, **স্বায়ত্তশাসনের দাবি** মানা না হলে বাংলার জনগণ পাকিস্তানকে **আসসালামু আলাইকুম** বলতে বাধ্য হবে।
- ১৯৫৭ সালের ২৫ জুলাই **ভাসানী ন্যাপ গঠন** করেন।

[illegible] ។ [illegible]

[illegible] NAP ។

Forum Policy ៖ [illegible] ។

# আইয়ুব খানের সামরিক শাসন

- ৭ অক্টোবর ১৯৫৮ **ইস্কান্দার মীর্জা** প্রধানমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খান নুনের সংসদীয় সরকারকে উৎখাত করে **প্রথম সামরিক শাসন জারি করে**।

- ৮ অক্টোবর **প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা** পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর প্রধান **আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক** হিসেবে নিযুক্ত করেন।

- ২৭ অক্টোবর ১৯৫৮ মাত্র **২০ দিনের মাথায় আইয়ুব খান, ইস্কান্দার মীর্জাকে ক্ষমতাচ্যুত** করেন।

- ২৮ অক্টোবর ১৯৫৮, আইয়ুব খান **প্রধানমন্ত্রীর পদ বিলুপ্ত** করে নিজেই রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

- **২৭ অক্টোবর ১৯৫৯,** প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান **'মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশ'** জারি করেন। এতে ৪ স্তর বিশিষ্ট স্বায়ত্তশাসন গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে।

# শরীফ শিক্ষা কমিশন ও ১৯৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন

কমিশন ১৯৫৯ সালের ২৬ আগস্ট অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন হিসেবে কমিশনের সুপারিশসমূহ রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করে। এ কমিশনে শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে বলা হয় যে,

"আমাদের জাতীয় জীবনে ইংরেজির বিরাট প্রয়োজনীয়তা আছে এবং সেজন্য ষষ্ঠ শ্রেণি হতে ডিগ্রিস্তর পর্যন্ত ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক পড়া হিসেবে শিক্ষা দিতে হবে"।

কমিশনের রিপোর্টে উর্দু সম্পর্কে সুপারিশ করা হয় যে,

"উর্দুকে মুষ্টিমেয় লোকের পরিবর্তে জনগণের ভাষায় পরিণত করতে হবে"। "পাকিস্তানের জাতীয় ভাষার জন্য যদি একটি সাধারণ বর্ণমালা প্রবর্তন করতেই হয় তাহা হইলে পবিত্র কোরান যাতে লেখা এবং যা সকল মুসলমানই পাঠ করে সেই আররির দাবি কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না।"

কমিশন সুপারিশ করে যে, শিল্পে মূলধন বিনিয়োগের মতোই শিক্ষার অর্থ ব্যয় এক ধরনের বিনিয়োগ। শিক্ষা সস্তায় পাওয়া সম্ভব নয় শরীফ কমিশন 'অবৈতনিক শিক্ষার' ধারণাকে 'অবাস্তব কল্পনা' বলে পরিহাস করে এবং সর্বজনীন শিক্ষার গণদাবিকে ব্যঙ্গ করে বলে,

"শিক্ষার জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে খুব সামান্যই অর্থ সাহায্য পাওয়া গিয়েছে এবং আরও স্কুলের জনসাধারণ যতটা দাবি জানিয়ে থাকে তার অনুপাতে ব্যয় বহনের অভিপ্রায় তাদের দেখা যায় না। [...] অবৈতনিক শিক্ষার ধারণা বস্তুত অবাস্তব কল্পনা মাত্র"।

মিথ্যা কেন বল না।

তা তোমার কাছে কম হয়।

১ : 10

? : 20

? : 30

? : 50

เสียง ธรรมชาติ ดี

8D [illegible] [illegible]



นกร้อง

ลมพัด

เจ้าก

โดดๆ

Voter ①

EP ②

# ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ

## যুদ্ধের পটভূমি

যুদ্ধের মূল কারণ ছিল পাকিস্তান কর্তৃক ভারত শাসিত কাশ্মীর অধিকার ও পাকিস্তান শাসনভুক্ত করার প্রচেষ্টা। ১৯৪৭ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় ভারত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মিরের দুই-তৃতীয়াংশ (জম্মু ও কাশ্মীর ) এবং পাকিস্তান এক-তৃতীয়াংশ দখল করে। ভারত দাবি করে যে কাশ্মিরের মহারাজা হরি সিং-এর সাথে একটি চুক্তির মাধ্যমে আইনগতভাবে কাশ্মীর -এর ওপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। অন্যদিকে পাকিস্তান মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে সমগ্র কাশ্মিরের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। কিন্তু জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে যুদ্ধের অবসান ঘটে এবং ভারত ও পাকিস্তান কাশ্মিরে নিজ নিজ অধিকৃত অঞ্চলের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করে।

বস্তুতপক্ষে, তখন থেকেই পাকিস্তানের মধ্যে ভারত বিদ্বেষী মনোভাব জাগ্রত হয়। ১৯৬৫ সালের আগ পর্যন্ত পাকিস্তান এ বিষয়ে অনেকটা নীরব থাকলেও ১৯৬৫ সালে সামরিক শাসক আইয়ুব খান পুনরায় ভারত বিরোধী রাজনীতিতে তৎপর হয়ে ওঠেন এবং ভারত অধিকৃত কাশ্মীরের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মন্ত্রে উজ্জীবিত হন। এভাবেই যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে।

# ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ

## পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়া

১৯৬৫'র যুদ্ধে পূর্ব বাংলার সৈন্যরা জীবন বাজি রেখে লড়াই করেছে। বিশেষ করে, লাহোর রক্ষা করার পূর্ণ কৃতিত্ব পূর্ব বাংলার সৈনিকদের। অথচ, এই যুদ্ধের সময় জুড়ে পূর্ব বাংলার সীমান্ত সম্পূর্ণ অরক্ষিত ফেলে রাখা হয়েছিল। ভারত চাইলে যেকোনো সময় এই অঞ্চল আক্রমণ করে অধিকার করে নিতে পারতো।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এই স্ট্র্যাটেজিতে স্পষ্ট হয় যে তারা পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের যোগ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করে না। সেইসাথে তারা সম্ভবত এটাও মনে করে যে, জনতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে বাংলা ও ভারতের নৈকট্য এ অঞ্চলের মানুষকে "সাচ্চা পাকিস্তানি" হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। কর্তৃপক্ষ যখন এ ধরনের আচরণ করে তখন বাঙালির কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তারা কখনোই পাকিস্তানের অংশ হয়ে উঠতে পারবে না। স্বায়ত্তশাসনের ভাবনা এ পর্যায়ে আন্দোলনে পরিণত হয় যার নেতৃত্ব দেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

# ছয় দফা কর্মসূচির পটভূমি:

## পূর্ববাংলার প্রতি বৈষম্য

ছয় দফা কর্মসূচি ছিল দীর্ঘকাল ধরে বাঙালি জাতির উপর চাপিয়ে দেওয়া শাসন, শোষণ, বঞ্চনা ও নিপীড়নের পটভূমিতে গড়ে উঠা জাতীয় মুক্তির অব্যর্থ মূলমন্ত্র। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে বাঙালিদের ওপর চালিয়ে যাওয়া শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে ছয়দফা ছিল সর্বপ্রথম সুসংগঠিত পদক্ষেপ। ছয়দফা কর্মসূচির পটভূমি নিম্নরূপ:

## অর্থনৈতিক বৈষম্য

পাকিস্তান সৃষ্টির পর প্রথম দিকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য কম থাকলেও ক্রমেই বিশেষ করে আইয়ুব খানের সময়কালে এ বৈষম্য চরম আকার ধারণ করে। পাকিস্তানের প্রায় সকল অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, স্টেট ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিমা ও বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পশ্চিমাংশে থাকার কারণে অর্থের মজুদ গড়ে উঠে সেখানে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন বরাদ্দ ছিল মাত্র ২০% থেকে ২৫% কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হতো ৫০% থেকে ৭০%। অপরপক্ষে বৈদেশিক আমদানি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ছিল মাত্র ২৫% থেকে ৩০% এ সীমিত। কেন্দ্রীয় সরকারের মোট রাজস্বের ৬০% পূর্ব পাকিস্তান থেকে অর্জিত হতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় অর্ধেকের সমান। এভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উভয় অঞ্চলের মধ্যে পাহাড়সম বৈষম্য গড়ে উঠে।

[illegible]

- [illegible]
- অভিকর্ষজ ত্বরণ [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- তাৎক্ষণিক [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

১.২৫

৩

(১) [illegible] [illegible] [illegible]

(২) [illegible] [illegible] [illegible]

(৩) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

(৪) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

(১) [illegible]

(২) [illegible]

(৩) [illegible]

(৪) [illegible]

(৫) [illegible]

(৬) [illegible]

১টি

(১) আয়ত্তাধীন / নিয়ন্ত্রণাধীন

(২) প্র. চিন্তা + চেতনা

(৩) মন

(৪) ক্ষমতা

(৫) ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা

(৬) কাজ: বিশ্বাস

# ৬ দফা

## প্রতিরক্ষা ব্যয়ে বৈষম্য

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যয়ে ছিল ব্যাপক বৈষম্য। ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৬৯-৭০ সালের এক সারণিতে দেখা যায় যে, ১৬ বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ব্যয়ের ৩,৭৯৫.৫৮ কোটি টাকার মধ্যে ২,১১৭.১৮ কোটি টাকা ছিল প্রতিরক্ষা ব্যয় যার শতকরা হার ৫৬% অথচ এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য প্রতিরক্ষা ব্যয় বরাদ্দ ছিল মাত্র ১০%। তাছাড়া ১৯৬৫ সালে ১৭ দিনের পাক ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। যা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে তাদের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে নিরাপত্তাহীন করে তুলেছিল।

## চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানিরা প্রবল বৈষম্যের শিকার হতে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারের বেসামরিক পদে ৮৪% পশ্চিম পাকিস্তানি, ১৬% বাঙালি এবং বৈদেশিক চাকরির ক্ষেত্রে ৮৫% পশ্চিম পাকিস্তানি ও ১৫% বাঙালিকে নিয়োগ দেওয়া হয়। তাছাড়া সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের নিয়োগের হার ১০% এর বেশি ছিল না। এমনকি বাঙালিদের কোনো সময় উচ্চ পদে নিয়োগ দেওয়া হতো না। স্থল, নৌ, বিমান ও কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরির সকল সদর দপ্তর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। চাকরির ক্ষেত্রে এরূপ বৈষম্য বাঙালিদের তাদের মুক্তির সনদ ছয়দফা প্রণয়নের পটভূমি রচনা করে দিয়েছিল।

# ৬ দফা

## শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন

পাকিস্তান ছিল দুই অংশে বা প্রদেশে বিভক্ত একটি রাষ্ট্র। তাত্ত্বিকভাবে পাকিস্তানের দুই প্রদেশ স্বায়ত্তশাসিত হওয়ার কথা থাকলেও কার্যত পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কেন্দ্রকে শক্তিশালী করে তৎকালীন পূর্ব বাংলাকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত রেখে রাজনৈতিক কর্মধারাকে জোর করে স্তব্ধ করার চেষ্টা চালায়। বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে ছিল সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। যা পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত করে।

## সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী বাঙালির সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার চক্রান্তের মধ্য দিয়ে এ চক্রান্তের সূচনা হয়। তাছাড়া পশ্চিমা শাসকরা বাঙালি সংস্কৃতিকে সর্বদা হিন্দু সংস্কৃতি হিসেবে গণ্য করে এর উপর পাকিস্তানি সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এমনকি পূর্ব বাংলার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার জন্য তারা রবীন্দ্র সংগীতকে বেতারে প্রচার নিষিদ্ধ করে। আপন সংস্কৃতি ধ্বংসের এই হীন চেষ্টা বাঙালিকে তীব্রভাবে আঘাত করে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রে বিরাজমান এরূপ রাজনৈতিক শোষণ, নিপীড়ন, অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামাজিক বঞ্চনা এবং ১৯৬৫ সালের পাক ভারত যুদ্ধের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের সামরিক অসহায়ত্বের কারণে পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে স্বায়ত্তশাসন অর্জনের পথ খুঁজছিল। এমনি প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির প্রাণের দাবি সংবলিত ছয়দফা কর্মসূচি পেশ করেন।

# ৬ দফা

| | |
|---|---|
| ১ম দফা | • দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি |
| ২য় দফা | • কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা/দেশ রক্ষা ও বৈদেশিক নীতি |
| ৩য় দফা | • মুদ্রা ও অর্থ সম্বন্ধীয় ক্ষমতা |
| ৪র্থ দফা | • রাজস্ব কর বা শুল্ক সম্বন্ধীয় |
| ৫ম দফা | • বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা |
| ৬ষ্ঠ দফা | • আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন সংক্রান্ত ক্ষমতা |

# ৬ দফা

## মুক্তির সনদ বলার কারণ :

পাকিস্তান এর স্বাধীনতা বাঙালি জাতির স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়। পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রেখে বাঙালি জাতিকে মুক্তির স্বাদ দিতে রাজনৈতিক স্বার্থ ত্যাগ করে একটি প্রবর্তনযোগ্য রূপরেখা প্রণয়ন করেন বঙ্গবন্ধু। এই ছয়টি দাবি বাস্তবায়ন হলে পাকিস্তান আমলে আরোপিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য থেকে মুক্তি পেত বাংলার সাধারণ মানুষ। এই প্রেক্ষাপটে ছয় দফা দাবিকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলে আখ্যায়িত করা শুরু হয়।

# ছয় দফার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

## মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি

দীর্ঘদিন ধরে শোষিত ও বঞ্চিত বাঙালি জাতির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টিতে ছয়দফা ছিল সুস্পষ্ট মাইলফলক। ছয়দফার মাধ্যমে জাগ্রত বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে। ছয়দফা কর্মসূচির প্রবক্তা শেখ মুজিবুর রহমান এর গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, "Six Point demand was the demand for the survival of the Bangalis." অর্থাৎ ছয়দফা হলো বাঙালির বাঁচার দাবি, মুক্তির দাবি। মূলত পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর শোষণ, নিপীড়ন ও অবিচারের বিরুদ্ধে মুক্তির সনদ হিসেবে ছয়দফা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করলে এ আন্দোলন আরও বেগবান হয়ে উঠে।

## জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেরণা

পূর্ব পাকিস্তান কেবল একটি প্রদেশ নয়; এটি একটি স্বতন্ত্র ভৌগোলিক অঞ্চল। এ অঞ্চলের জনগণের একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তা আছে। স্বতন্ত্র ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, রীতিনীতি ইত্যাদি কারণে তারা পশ্চিম পাকিস্তানিদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ছয় দফা দাবির প্রতি জনসমর্থন এই বিচ্ছিন্নতাবোধের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদের এ প্রেরণাই পরবর্তীতে বাঙালিকে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

# ছয় দফার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

## গণ-আন্দোলনের সূত্রপাত

ছয়দফা কর্মসূচি বাঙালিকে গণ-আন্দোলনের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। বলা যায় ৫২'র ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে উন্মেষ ঘটে তা ছয়দফা আন্দোলনের সংস্পর্শে এসে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় এবং ছয়দফা এক পর্যায়ে গণআন্দোলনে রূপ নেয়। এ আন্দোলনের মাধ্যমেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সর্বপ্রথম সরকারি কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়, শাসক কর্তৃপক্ষের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে চরম দুঃসাহসের পরিচয় দেয়।

## পরবর্তী আন্দোলনসমূহের অনুপ্রেরণা

ছয়দফা কর্মসূচি পরবর্তীকালে বাঙালিদের সকল সফল আন্দোলনের মূল প্রেরণা হিসেবে ভূমিকা পালন করে। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের সাধারণ নির্বাচন ও একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথকে ছয়দফা সুগম করে দেয়। যার সোনালি ফসল হিসেবে দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে এবং বাঙালি জাতি স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে মর্যাদা লাভ করে বিশ্বের বুকে।

# আগরতলা মামলা (১৯৬৮)

❖ **অভিযোগঃ** ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় শেখ মুজিবুর রহমান ও তার সহযোগীরা ভারতের সহায়তায় **সশস্ত্রভাবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা** করার চক্রান্ত করছে।

➲ মামলাটি 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে পরিচিত। এই মামলাটির **আনুষ্ঠানিক নাম** ছিল **'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য'** [State Vs Sheikh Mujibur Rahman & others]

➲ ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি ঢাকায় এ মামলা দায়ের করা হয়। এ মামলার **তথ্য ফাঁস করে দেন** পাকিস্তান ইন্টার ইন্টেলিজেনসের সদস্য **আমির হোসেন**।

➲ ১৯৬৮ সালের ২১ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এস.এ. রহমানের নেতৃত্বে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন কুর্মিটোলা সেনানিবাসে কড়া প্রহরায় মামলার বিচার শুরু হয়। **শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রদ্রোহী প্রমাণ করে ফাঁসি দেওয়াই ছিল এ মামলার লক্ষ্য**।

➲ এই মামলার সাক্ষীর সংখ্যা ছিল সরকার পক্ষে ১১ জন। রাজসাক্ষীসহ মোট ২২৭ জন।

➲ প্রখ্যাত আইনজীবী আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে অভিযুক্তদের আইনজীবীদের নিয়ে একটি ডিফেন্স টিম গঠন করা হয়। অন্যদিকে যুক্তরাজ্যে **প্রবাসী বাঙালিরা** ব্রিটেনের প্রখ্যাত **আইনজীবী স্যার টমাস উইলিয়াম** এমপিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আইনজীবী হিসেবে প্রেরণ করেন। তাকে সহযোগিতা করেন আবদুস সালাম খান, আতাউর রহমান খান প্রমুখ।

➲ ২৯ জুলাই ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে মামলার শুনানি পুনরায় শুরু হয়। **স্যার টমাস উইলিয়াম ৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর পক্ষে** বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট আবেদন দাখিল করেন।

[illegible]

# আগরতলা মামলা (১৯৬৮)

- **শেখ মুজিবুর রহমানকে ১নং আসামি** করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার **৩৫ জনকে** অভিযুক্ত করা হয়। সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে মূল উদ্যোক্তা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় **২নং আসামি লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জম হোসেনকে**। আসামিদের মধ্যে সিএসপি (CSP) অফিসার ছিলেন ৩ জন। অন্যরা হলেন সামরিক বাহিনীর সদস্য রাজনীতিবিদ।

- যারা এই মামলায় বন্দি হয়ে ছিলেন তাদের ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী আইনে অভিযুক্ত করা হয়। এছাড়া আরও ১১ জন অভিযুক্ত ছিলেন, রাজসাক্ষী হতে সম্মত হওয়ায় তাদের ক্ষমা করা হয়েছিল।

- মামলার **১৭নং আসামি** সার্জেন্ট জহুরুল হককে **১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি** বন্দি অবস্থায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করে।

- শেখ মুজিবুর রহমান আগরতলা মামলাকে **'ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র'** মামলা নামে অভিহিত করেন।

- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার **শেষ আসামি ছিলেন লে. আব্দুর রউফ** (নৌ বাহিনী)।

- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় **প্রধান ফরিয়াদী** হিসেবে ছিলেন পাঞ্জাবি **আইনজীবী মঞ্জুর কাদের**।

- আগরতলা মামলায় **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের** বিরুদ্ধে **অভিযোগ** উত্থাপন করা হয়েছিল **১৬টি**।

# ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান

## ধারাবাহিক ঘটনাবলি

- ৪ জানুয়ারি - সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের ঐতিহাসিক ১১ দফা কর্মসূচি পেশ করেন।
- ৮ জানুয়ারি - গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে রাজনৈতিক ঐক্য ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি বা ড্যাক (DAC) গঠিত হয়।
- ২০ জানুয়ারি - ছাত্রদের মিছিলে গুলিবর্ষণের ঘটনায় নিহত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান।
- ২৪ জানুয়ারি - পুলিশের গুলিতে নিহত হন নবকুমার ইন্সটিটিউটের কিশোর ছাত্র মতিউর রহমান-সহ আরো অনেকে।
- ১৫ ফেব্রুয়ারি - কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে আটক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হক কে হত্যা ।
- ১৮ ফেব্রুয়ারি - রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মৌন মিছিলে গুলি চালালে নিহত হন শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা।
- ২২ ফেব্রুয়ারি - আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তি দান
- ২৩ ফেব্রুয়ারী –ছাত্রনেতা তোফায়েল শেখ মুজিবুর রহমানকে ‘বঙ্গবন্ধু ’ উপাধি দেন।
- ২৬ ফেব্রুয়ারি - বিরোধী নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার জন্য আইয়ুব খান গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। পরবর্তীতে গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হলে আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন।

① ধনাত্মক: কোন ?

② ঋণাত্মক: ঋণাত্মক ?

③ ধনাত্মক: শূন্যমাত্র ?

* নির্দিষ্ট মূল্য কোথাও
: প্রাপ্তিসাধ্য হয়

✓ অসীমতার দিকে: কোন

✓ পর্যায়ক্রমিক:
অনুসৃত...

## সংখ্যা লেখার নিয়ম:

(১) অনুচ্ছেদের শুরুতে সময়

(২) ওজনের → পরিমাপ [illegible]

(৩) [illegible] সংখ্যা একক

(৪) মুহূর্ত: সময়: কেউ: [illegible]

(৫) শতাংশ (৫.০: [illegible]

* ১০০০, প্রতি [illegible]

* [illegible] জানি:

* ৬ জন কে তোমা হল, ওগো:

# ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান

## গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্ব

- ✓ **প্রথমত,** এগারো দফার মাধ্যমে সুসংগঠিত আন্দোলনের অভিজ্ঞতা অর্জন করে বাংলার ছাত্র, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ।
- ✓ **দ্বিতীয়ত,** এ আন্দোলনের সুফল হিসেবে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা ও সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের স্বীকৃতি মিলে।
- ✓ **তৃতীয়ত,** এ আন্দোলনের মধ্যদিয়ে গ্রাম ও শহরাঞ্চলে শ্রেণি চেতনার উন্মেষ ঘটে এবং শ্রেণি সংগ্রামের আংশিক বিকাশ সাধিত হয়।
- ✓ **চতুর্থত,** স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে বাঙালিদের যে জাতীয়তাবোধ যা ১৯৪৮-এর ভাষা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে শুরু হয়েছিল তা পূর্ণতা লাভ করে।
- ✓ **পঞ্চমত,** ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান জাতীয় চেতনার প্রতীক একুশে ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।
- ✓ **ষষ্ঠত,** ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের পেছনে '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের প্রভাব ছিল প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয়।

# ১৯৭০ এর নির্বাচন

❖ আইয়ুব খান পদত্যাগ করলে ২৫ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া ক্ষমতায় বসেন। এই দিনে **ইয়াহিয়া সামরিক শাসন জারি করে ১৯৬২** সালে আইয়ুব প্রবর্তিত ২য় সংবিধান বাতিল করেন। অতঃপর তিনি নতুন এবং ৩য় সংবিধান দেয়ার ঘোষণা দেন। তিনি গণপরিষদ গঠনের লক্ষ্যে জাতীয় পরিষদে নির্বাচন দেয়ার জন্য ৩০ মার্চ ১৯৭০, ২৭টি অনুচ্ছেদ ও ৩টি তফসিল যুক্ত **The Legal Framework Order (LFO) জারি** করেন।

➲ **নির্বাচনের তারিখঃ** ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০, জাতীয় পরিষদে এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে ১২ নভেম্বর ১৯৭০, গর্কি ঘূর্ণিঝড়ের কারণে উপকূলীয় আসনগুলোতে নির্বাচন হয় ১৭ জানুয়ারি, ১৯৭১।

➲ **আওয়ামী লীগের ইশতেহারঃ ৬ দফা**

➲ **প্রতীকঃ** ➢ আওয়ামী লীগ – **নৌকা।**
➢ পাকিস্তান পিপলস পার্টি – তরবারি।

➲ **আসনঃ** জাতীয় পরিষদে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে **জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন বণ্টন** করা হয়।

➲ পাকিস্তানের ইতিহাসে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের মাধ্যমে গণতান্ত্রিকভাবে **প্রথম সাধারণ নির্বাচন** অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালে।

➲ বাঙালি জাতির ইতিহাসেও এটি প্রথম স্বাধীন, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন।

| জাতীয় পরিষদের আসন বণ্টন | | | |
|---|---|---|---|
| **পূর্ব পাকিস্তান** | | **পশ্চিম পাকিস্তান** | |
| নির্বাচিত | ১৬২ | নির্বাচিত | ১৩৮ |
| সংরক্ষিত মহিলা আসন | ৭ | সংরক্ষিত মহিলা আসন | ৬ |
| মোট | **১৬৯** | মোট | ১৪৪ |
| মোট ৩১৩ | | | |

✪ **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** জাতীয় পরিষদের **১১১ নং আসন** (ঢাকা-৮) থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং জয়ী হন।

# ১৯৭০ এর নির্বাচন

❖ **ফলাফলঃ** পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদে ১৬৯ আসনের মধ্যে **আওয়ামী লীগ ১৬৭টি** আসন পেয়ে একক বৃহত্তর দলে পরিণত হয়। পিপিপি ৮৭ আসন পেয়ে ২য়। আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ৭৫.১% ও প্রাদেশিক পরিষদে ৭০.৪৮% ভোট পায়।

| জাতীয় পরিষদের নির্বাচন | | | |
|---|---|---|---|
| আওয়ামী লীগ | | পিপলস পার্টি | |
| নির্বাচিত | ১৬০ | নির্বাচিত | ৮৩ |
| সংরক্ষিত মহিলা আসন | ৭ | সংরক্ষিত মহিলা আসন | ৪ |
| মোট | **১৬৭** | মোট | ৮৭ |
| মোট = ৩১৩ | | | |

| প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন | | | |
|---|---|---|---|
| পূর্ব পাকিস্তান | | পশ্চিম পাকিস্তান | |
| নির্বাচিত | ২৮৮ | নির্বাচিত | ১২ |
| সংরক্ষিত | ১০ | সংরক্ষিত | ০ |
| মোট | ২৯৮ | মোট | ১২ |
| মোট ৩১০ | | | |

[illegible] ৭৩ পৃষ্ঠা

# নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের কারণ

১৯৭০ সালের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব সাফল্য লাভের পেছনে কতগুলো বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

- **প্রথমত,** আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহার ছয় দফাভিত্তিক দাবি পূর্ব বাংলার জনসাধারণকে আকৃষ্ট করেছিল। বস্তুত এসব দাবি ছিল এ অঞ্চলের আপামর জনসাধারণের প্রাণের দাবি এবং নির্বাচনের পূর্বেই এসব দাবি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ফলে নির্বাচনে জনসাধারণ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে মূলত তাদের দাবির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছে।
- **দ্বিতীয়ত,** পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিমাঞ্চলের শাসকবর্গ নানা উপায়ে পূর্বাঞ্চলকে শোষণ করেছে। এ শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে অনেকে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। তাই নির্বাচনে পশ্চিমা দলগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে তারা প্রতিশোধ নেয়।
- **তৃতীয়ত,** নির্বাচনি প্রচারণায় শেখ মুজিব ইসলামি আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে এ অঞ্চলের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সমর্থন পেয়েছেন।

# নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের কারণ

- **চতুর্থত,** ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসের বন্যায় এ অঞ্চলে জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। পাকিস্তানের শাসকবর্গ এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়। শেখ মুজিব বন্যার্ত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও সরকারের ব্যর্থতা প্রচার করে নির্বাচনে সফলতা অর্জন করেছেন।
- **পঞ্চমত,** শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত ইমেজ আওয়ামী লীগের বিজয়ের পেছনে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। নেতা হিসেবে তিনি ছিলেন সবার প্রিয় এবং বক্তা হিসেবে সবার ঊর্ধ্বে। তিনি বক্তৃতার মাধ্যমে মানুষকে সহজে আকৃষ্ট করতে পেরেছেন যা নির্বাচনে প্রভাব ফেলেছিল।
- **ষষ্ঠত,** ভুট্টো এক-ইউনিটের কথা ঘোষণা করে পাঞ্জাবিদের নিকট জনপ্রিয়তা পেলেও পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশে বিরাগভাজন হন।
- **সপ্তমত,** ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের প্রতি অনুগত না হয়েও ইসলামি সমাজতন্ত্রের কথা প্রচার করে ভুট্টো পাকিস্তানের ইসলামপন্থিদের সমর্থন পাননি। অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল অ-মুসলমান। ফলে তারা ভুট্টোর ইসলামি প্রচারণার বিপরীতে আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিয়েছিল।

# নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের কারণ

❖ **অষ্টমত,** ভুট্টো সাধারণ মানুষের কল্যাণার্থে সমাজতন্ত্রের কথা ঘোষণা করে পাকিস্তানের পুঁজিপতিদের সমর্থন হারান।

সর্বোপরি, ১৯৪৭ সালের পর থেকে পূর্ব বাংলায় যে স্বাতন্ত্র্যবাদ ও পৃথক জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছিল '৭০ সালের নির্বাচনে তা আওয়ামী লীগের পক্ষেই ভূমিকা রেখেছিল। এক্ষেত্রে শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত ইমেজ ও সামসময়িক প্রেক্ষাপট আওয়ামী লীগের বিজয়কে সহজ করেছিল।

# ৭ মার্চের ভাষণ

৭ মার্চ, ১৯৭১ সাল রোজ রবিবার, বিকাল ৩:২০/৩:৩০ টায় রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণই ৭ মার্চের ভাষণ হিসেবে পরিচিত। এ মহাসমাবেশে লাখো মানুষের উপস্থিতিতে ময়দান ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। ভাষণটির সময়সীমা মূলত ২৩ মিনিট তবে ভাষণটি রেকর্ড করা হয়েছিল ১৮-১৯ মিনিট (১০ মার্চ, ২০১৭ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা)। এ ভাষণে পূর্ব বাংলার জনগণকে পরবর্তীতে করণীয় ও স্বাধীনতা লাভের দিকনির্দেশনা তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান। এ সভার একমাত্র বক্তা ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান

এ ভাষণে তিনি ৪টি দাবির কথা উল্লেখ করেন। যথা–

১. চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার।
২. সেনাদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।
৩. গণহত্যার তদন্ত করা।
৪. নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

মুদ্রা / দেবল

ইতিহাস পরি ২৮, ৯০ ১৫

৪। হাদীস দেখ

সাহু. তাওয়াফ

সাঈ. মন্তব্য

শুদ্ধ মস্তক

দামেশ্ক. হাদীসের

মুক্ত. শেষ

# ২৫ মার্চের গণহত্যা

## ২৫ মার্চের গণহত্যার বিবরণ

একাত্তরের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ঠান্ডা মাথায় নিরস্ত্র, নিরপরাধ ও ঘুমন্ত সাধারণ বাঙালির ওপর যেভাবে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল, তা পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম ভয়াবহ গণহত্যার নজির। ২০১৭ সাল থেকে এ দিনটি 'গণহত্যা দিবস' হিসেবে স্মরণ করা হচ্ছে। একটি জনগোষ্ঠীর স্বাধিকারের দাবিকে চিরতরে মুছে দিতে ঢাকায় চালানো ওই হত্যাযজ্ঞের নাম দেওয়া হয়েছিল 'অপারেশন সার্চলাইট'। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যান।

প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ১৯৭১ সালের ১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন (৩ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য) অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করার ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণঅসন্তোষ সৃষ্টি হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য শহরে মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিক্ষোভ দমনের লক্ষ্যে পাকিস্তান সরকার সেনাবাহিনী মোতায়েন করে। সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হয় কয়েক শত লোক। আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে সারাদেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় এবং পাকিস্তান সরকার প্রদেশে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

# সমাস

- ✓ দ্বন্দ্ব সমাস
- ✓ কর্মধারয়: [illegible]
- ✓ তৎপুরুষ ২য়
- ✓ অব্যয়ীভাব: ২য়
- ✓ বহুব্রীহি ২/৩

# ২৫ মার্চের গণহত্যা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের প্রথম প্রহরে পাকিস্তানি সৈন্যরা সেনানিবাসে অতর্কিতভাবে বাঙালি সেনা সদস্যদের ওপর হামলা চালায়। তারা পিলখানাস্থ পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের (ইপিআর) সদর দপ্তর, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, খিলগাঁয়ের আনসার সদর দপ্তরেও সশস্ত্র হামলা চালায়। তাদের হাতে বন্দি হয় ৮০০ ইপিআর অফিসার ও জওয়ান। এদের অনেককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। কিছুসংখ্যক ইপিআর সদস্য রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যান এবং পরে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। পাকিস্তানি বাহিনী ট্যাঙ্ক দিয়ে ঢাকা শহর ঘিরে রাখে। আন্দোলনরত জনতাকে প্রতিরোধের জন্য তারা রাস্তায় রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা গড়ে তোলে এবং মেশিনগানের গুলিতে বাড়িঘর বিধ্বস্ত করে।

তারা মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বাসভবন ও ছাত্রদের আবাসিক হলগুলোতে হামলা চালায়। এতে কয়েক শত ছাত্র ও অনেক শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিহত হন। অনেক ঘরবাড়ি ও পত্রিকা অফিসে আগুন ধরিয়ে ও মর্টার হামলা চালিয়ে সেগুলো বিধ্বস্ত করা হয়। অগ্নিসংযোগ করা হয় হিন্দু অধ্যুষিত শাখারিপট্টি ও তাঁতিবাজারের অসংখ্য ঘরবাড়িতে। ঢাকার অলিগলিতে বহু বাড়িতেও অগ্নিসংযোগ করা হয়। হত্যাকাণ্ড শুরুর প্রথম তিন দিনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া ও অন্যান্য শহরে ৫০ হাজারেরও বেশি নরনারী ও শিশু প্রাণ হারায়। ঢাকার প্রায় ১০ লাখ ভয়ার্ত মানুষ গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

# ২৫ মার্চের গণহত্যা

## গণহত্যার স্বীকৃতি

মূলত ২০১৭ সালের ১১ মার্চ জাতীয় সংসদে ২৫ মার্চকে 'জাতীয় গণহত্যা দিবস' হিসেবে পালনের প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হওয়ার পর থেকে দিনটি জাতীয় গণহত্যা দিবস হিসেবে পালন করছে জাতি। মানব ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্যতম এই গণহত্যা চালিয়েছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসররা। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ সেই রাতের হানাদার বাহিনীর বর্বর গণহত্যা বিশ্বের যেকোনো গণহত্যার চেয়ে ভয়াবহ। তবে বাঙালি জাতির কাছে সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এই জঘন্যতম গণহত্যা এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়নি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর এদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে স্বাধীনতাবিরোধীদের একটা বড় অংশ। তাদের নানামুখী তৎপরতায় ২৫ মার্চের গণহত্যা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়নি।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে চালানো গণহত্যাকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে একটি প্রস্তাব আনা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে (হাউস অব রিপ্রেজেন্টিভস)। দেশটির দুই আইনপ্রণেতা ভারতীয় বংশোদ্ভূত কংগ্রেস সদস্য রো খান্না এবং কংগ্রেস সদস্য স্টিভ চ্যাবট ১৪ অক্টোবর, ২০২২ নিম্নকক্ষে প্রস্তাবটি তোলেন। এ প্রস্তাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে গণহত্যার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রস্তাবে গণহত্যার জন্য পাকিস্তান সরকারকে বাংলাদেশের জনগণের কাছে ক্ষমা চাওয়ার প্রস্তাব দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

# ২৫ মার্চের গণহত্যা

## অপারেশন বিগবার্ড

২৫ মার্চ, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করার নামই অপারেশন বিগবার্ড। পাকিস্তান আর্মির ব্রিগেডিয়ার (অব) জহির আলম খান ও মেজর বেলাল এ অপারেশনের দায়িত্বে ছিলেন। পাকিস্তানি সেনাদের এ অপারেশনে কোথাও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম সরাসরি উল্লেখ ছিল না। তবে পাকিস্তানি সেনাদের এ অপারেশনে 'বিগ বার্ড' নামে বঙ্গবন্ধুর একটি কোড নাম ছিল। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করার পর পাকিস্তানিদের নিশ্চিতকরণ রেডিও বার্তা ছিল: 'The Big Bird in Cage'।

# স্বাধীনতার ঘোষণা

## SIXTH SCHEDULE

[Article 150(2)]

## DECLARATION OF INDEPENDENCE

## BY

THE FATHER OF THE NATION, BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN SHORTLY AFTER MIDNIGHT OF 25TH MARCH, i.e. EARLY HOURS OF 26TH MARCH, 1971

"This may be my last message, from today Bangladesh is independent, I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved. **Sheikh Mujibur Rahman 26 March 1971"**

# স্বাধীনতার ঘোষণা

- **বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান**। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন- ২৬ মার্চ, ১৯৭১ সালের রাতের প্রথম প্রহরে, গ্রেফতার হওয়ার কিছুক্ষণ আগে।
- 'বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষক' সুপ্রিম কোর্ট এই রায় প্রদান করেন ২১ জুন, ২০০৯।
- সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি পাঠ করে শোনান আওয়ামী লীগ নেতা **এম. এ, হান্নান** চট্টগ্রামের আগ্রাবাদস্থ বেতারকেন্দ্র হতে। এম. এ. হান্নান দ্বিতীয়বার স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন **স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র** হতে (২৬ মার্চ, ১৯৭১)।
- ২৭ মার্চ, ১৯৭১ সালে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনাতার ঘোষণা দেন- মেজর জিয়াউর রহমান।

সোর্সঃ ইংলিশ ।
কাগজ: দ্য ।
The Telegraph ।
সংস্থাঃ ভারত ।
তারিখঃ ২৪ জুন ২০০৯ ।
সম্পূর্ণ প্রতিবেদনঃ তিনটি ।।

# বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➢ ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রাম ও ঘটনাবলির বিবরণ দিন। [৪৩তম বিসিএস]

➢ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংঘটনের পেছনে নিম্নোক্ত ঘটনাসমূহের প্রভাব আলোচনা করুন। [৪১তম বিসিএস]

(ক) ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন (খ) ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ (গ) ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান

➢ কোন সংস্থা কর্তৃক ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃতি পায়? কখন ও কেন? [৪১তম বিসিএস]

➢ ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমির বিভিন্ন পর্যায় উল্লেখ করুন। [৪০তম, ৩৮তম বিসিএস]

➢ বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের উদ্ভবে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এর তাৎপর্য বর্ণনা করুন? [৩৬তম বিসিএস]

# বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার, জাতীয় স্মৃতিসৌধ এবং সংসদ ভবনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কী? [৩৬তম বিসিএস]
- ১৯৭০-এ আওয়ামী লীগের বিজয়ের মূল তাৎপর্য কী? [৩৫তম বিসিএস]
- রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ কবে গঠিত হয়? [৩৩তম বিসিএস]
- ১৯৪৭ সালের পর হতে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের উদ্ভব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন । [৩২তম বিসিএস]
- ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন বাঙ্গালীর সংস্কৃতি পুনর্জাগরণ ও আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের বীজ বপনে কী ভূমিকা রেখেছিল? [৩১তম বিসিএস]
- সংক্ষেপে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি বর্ণনা করুন। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি রচনায় ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব কতটুকু? সংক্ষেপে ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা করুন। [২৯তম বিসিএস]
- 'বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ২১ ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন । [২১তম বিসিএস]

# বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলায় প্রতিক্রিয়া ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্ভব সম্বন্ধে আলোচনা করুন। [২০তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভাষা আন্দোলন ও ছয়দফা কর্মসূচির ভূমিকা আলোচনা করুন। [১৮তম বিসিএস]
- একুশে ফেব্রুয়ারির বাংলা তারিখ ও মাস কী? [১৭তম বিসিএস]
- ছয়-দফা আন্দোলনের পটভূমি ও এর গুরুত্ব আলোচনা করুন। [১৩তম বিসিএস]
- 'বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়' শিরোনামে একটি নিবন্ধ রচনা করুন। [১১তম বিসিএস]

## টীকাসমূহ-

- ৭ই মার্চের ভাষণ [৪৪তম, ৪০তম বিসিএস]
- ছয়-দফা আন্দোলন [৪০তম, ৩৫তম, ২৮তম বিসিএস]
- ৬৯- এর গণঅভ্যুত্থান [৪০তম, ৩৬তম বিসিএস]
- ৭০- এর সাধারণ নির্বাচন [৪০তম, ৩৭তম, ৩৬তম বিসিএস]

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/c/Uttoron

# BCS কঠিন নয়;
# প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি (https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)

09666775566
www.uttoron.academy